দৈনিক [illegible]

তারিখ ... 01 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ...

■ প্রশ্নফাঁস, ভর্তি জালিয়াতির মচ্ছব

অসৎ মানুষের দুষ্কর্মের দায়ভার কেন নেবে জাতি

প্রশ্নফাঁস ভয়াবহ রোগে পরিণত হয়েছে। কোনোভাবেই লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা, নিয়োগ পরীক্ষা এমনকি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ আসছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস বর্তমানে একটা সামাজিক ব্যাধির আকার নিয়েছে। কখনো ফাঁস হচ্ছে পুরো প্রশ্নপত্র, কখনো বা আংশিক। দেশসেরা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রশ্নফাঁসের প্রমাণ থাকলেও বরাবরের মতোই অস্বীকারের সংস্কৃতিরই চর্চা করা হচ্ছে। ফলে এ চক্রের হোতারা থেকে যাচ্ছে অধরা, যা একটি জাতির জন্য লজ্জাজনক। জানা যায়, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ৪০টি ধাপে প্রশ্ন ফাঁস হয়। তার মধ্যে ২৩টি ধাপে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নে আকারভেদে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থের লেনদেন হয়। ১৯৭৯ সালে প্রশ্নফাঁসের প্রবণতা শুরু হলেও ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ সব বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রশ্নফাঁস মূলত মহামারী আকার ধারণ করে ২০১১ সাল থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার তিনটি সেটের সবই ফাঁস হয়। এ ঘটনায় ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। গত সাত বছরে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই বিপুলসংখ্যক ভর্তি পরীক্ষার্থীকে জালিয়াতির সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার শতাধিক। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আটক করলেও বরাবরই পার পেয়ে যাচ্ছে মূল অপরাধীরা। প্রশ্নপত্র জালিয়াতির ঘটনায় মামলা হলেও শুধু ভর্তি পরীক্ষায় আটকরা ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে গত ছয় বছরে রাজধানীতে দায়ের হওয়া ৭০টি মামলার একটিও এখন পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ। বিভিন্ন সময়ে এ অপরাধে রাজনৈতিক প্রভাবশালী শিক্ষক আর আমলাদের নাম এলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি হলেও আলোর মুখই দেখে না সেই কমিটির প্রতিবেদন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– কিছু অসৎ মানুষের দুষ্কর্মের দায়ভার কেন নেবে জাতি?

যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস অবিলম্বে বন্ধ ও অপশক্তির শিকড় উৎপাটন করা না যায়, তা হলে সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠবে। এ প্রতারকদের দৌরাত্ম্য লাগামহীন হয়ে উঠলে আমাদের সব অর্জন ভেস্তে যাবে, ক্রমেই কলুষিত হবে শিক্ষাঙ্গন। আমরা চাই, শিক্ষাঙ্গন থাকুক কলঙ্কমুক্ত। তাই জাতিবিনাশী চক্রের হোতা যারাই হোক, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতেই হবে।

এ প্রতারকদের দৌরাত্ম্য লাগামহীন হয়ে উঠলে আমাদের সব অর্জন ভেস্তে যাবে, ক্রমেই কলুষিত হবে শিক্ষাঙ্গন। আমরা চাই, শিক্ষাঙ্গন থাকুক কলঙ্কমুক্ত। তাই জাতিবিনাশী চক্রের হোতা যারাই হোক, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতেই হবে